যুগান্তর

তারিখ ...18 JUN 2016..
পৃষ্ঠা ...২/৬... কলাম ..৭... ......

দুই মাদ্রাসায় শিক্ষকতা!

দেওয়ানগঞ্জ প্রতিনিধি

জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার সানন্দবাড়ি আলিম মাদ্রাসার দুই আরবি প্রভাষক বেতন-ভাতা নিয়মিত উত্তোলন করছেন। একই সঙ্গে কুড়িগ্রামের রাজিবপুর উপজেলার চর রাজিবপুর আলিম মাদ্রাসায় চাকরি করছেন। জানা যায়, সানন্দবাড়ি ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসার আরবি প্রভাষক ইসমাইল হোসেন ইনডেক্স নং-০৪৪৭৩৩ একই মাদ্রাসার আরবি প্রভাষক আবদুল্লাহ খান ফয়েজি ইনডেক্স নং-২০৪৩৮৫০ নিয়মিত বেতন-ভাতাসহ সব ধরনের সুবিধা গ্রহণ করছেন। সানন্দবাড়ি মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আ. রশিদের সহযোগিতায় এ দুই প্রভাষক কুড়িগ্রাম জেলার রাজিবপুর উপজেলার চর রাজিবপুর আলিম মাদ্রাসায় চাকরি করছেন। তাদের মধ্যে ইসমাইল হোসেন চর রাজিবপুর মাদ্রাসার অধ্যক্ষের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত আলিম পরীক্ষায় কেন্দ্র সচিবের দায়িত্বও পালন করেছেন। সানন্দবাড়ি আরবি প্রভাষক ও চর রাজিবপুর মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব কীভাবে পালন করছেন— এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান, ২০০২ সাল থেকে সানন্দবাড়ি মাদ্রাসায় এবং দুই বছর ধরে চর রাজিবপুর মাদ্রাসার অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন। আলিম পরীক্ষার কেন্দ্র সচিবও ছিলেন। শিক্ষক নিয়োগের কথাও স্বীকার করে এ বিষয়ে সংবাদ না লেখার জন্য অনুরোধ করেন। সানন্দবাড়ি আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আ. রশিদের ছোট ভাই ইসমাইল হোসেন। সানন্দবাড়ির লোকজন জানান, সানন্দবাড়ি মাদ্রাসার কম্পিউটার শিক্ষিকা শামিমা আক্তার ৯ মাস ধরে স্বামীর সঙ্গে রাগ করে পাবনায় বাবার বাড়ি রয়েছেন অথচ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ওই শিক্ষিকার বেতন-ভাতা উত্তোলন করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ নিয়ে সানন্দবাড়ি এলাকায় ব্যাপক তোলপাড় চলছে। সানন্দবাড়ি আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ জানান, দুইজন শিক্ষক তাকে না জানিয়ে অন্যত্র চাকরি করছেন। তবে তিনি তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সানন্দবাড়ি আমিল মাদ্রাসার সভাপতি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, এ বিষয়ে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।